studio mita
ফিল্ম আর্ট প্রোডিউসার্স লিমিটেডের নিবেদন/
উমার প্রেম

যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনায়

ফিল্ম আর্ট প্রডিউসার্স লিমিটেডের নিবেদন

উমার প্রেম

ছবি বিশ্বাস, প্রমিলা ত্রিবেদী, ভানু বন্দ্যো, অহীসান্যাল, শিবশঙ্কর, আরতি, অজিত বন্দ্যো, তুলসী চক্রবর্ত্তী, হরিধন (এ্যাঃ) সুশীল রায়, দেবু মুখো, শান্তা, গায়ত্রী, আশু বোস, মধুসুদন চট্টো, শৈলেন পাল, শঙ্করী, পাঁচকড়ি চট্টো, ধীরেন রায়, প্রভৃতি

রচনা ও পরিচালনা :— **খগেন রায়**

যাঁরা কাজ করেছেন

চিত্রগ্রহণ—নিমাই ঘোষ
শব্দগ্রহণ—সুনীল ঘোষ
সুর যোজনা—অনিল বাগচী
গীত রচনা—৺অজয় ভট্টাচার্য্য
চারু মুখো
সম্পাদনা—রবীন দাস
রসায়নাগারিক—ধীরেন দে (কেবি)
শিল্প ও কারুসজ্জা—শুভ মুখো
ব্যবস্থাপক—অমল বন্দ্যো
স্থির চিত্রগ্রহণ—গুনীন সেন
ষ্টীল ফটো সার্ভিস
প্রচার—বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়
রূপসজ্জা—গোষ্ঠ দাস
তিনকড়ি মিত্র

যাঁরা সাহায্য করেছেন

পরিচালনায়—দেবু মুখোপাধ্যায়
প্রবীর দেব
হিমেন নস্কর
চিত্রগ্রহণে—বিশ্বনাথ গাঙ্গুলি
মলয় রায়
শব্দ গ্রহণে—সুস্থির দত্ত
ইন্দু অধিকারী
অমল বোস
সম্পাদনায়—গোবর্দ্ধণ অধিকারী
ল্যাবরেটরীতে—লালমোহন ঘোষ, ভোলা, চণ্ডী, সুধীর
ব্যবস্থাপনায়—শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতেন দে
সুরযোজনায়—সুশান্ত লাহিড়ী

একমাত্র পরিবেশক :—ক্যালকাটা ফিল্ম এক্স্চেঞ্জ

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত

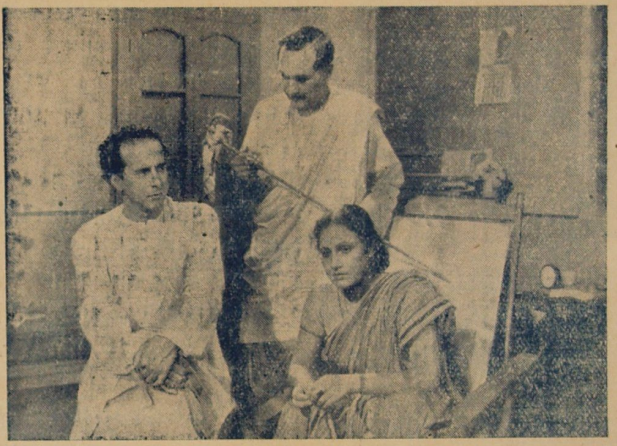

কাহিনী

ছোট্ট মফঃস্বল সহর। কয়েক ঘর মাত্র লোকের বাস, মাছ ধরে যারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে এমন মানুষের সংখ্যাই বেশী। এই রকম নিরিবিলির দেশে, সেদিন নদীতে একটা মড়া ভেসে উঠল। ব্যস, আর যায় কোথা! দেশ সুদ্ধ লোক এসে জমায়েত হয়েছে তার চারপাশে।

বিরাজ বাবু এই পথ দিয়েই বাড়ী ফিরছিলেন। ব্যাপারটা ওঁর বেশ সন্দেহজনক বলে মনে হোল। ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরেই শুনলেন গৃহিনী পুরী যাবার জন্যে ব্যস্ত। পা-বাড়িয়ে আছেন বললেই হয়। ওদিকে কশ্চিৎ মাসিক পত্রিকার হরদম লেখা চাওয়া সম্পাদক শারদীয়া সংখ্যার জন্যে লেখা চেয়ে আগাম টাকা দিয়ে গেছেন। অবহেলা করা চলে না! যা'হোক একটা কিছু লিখে দিতেই হবে।

* * * * *

শিবদাস মিত্র সদাগরী অফিসের কেরানী। জীবনের উদয়াস্ত অফিসের ঘড়ির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা, মুখভার করা ছা-পোষা মার্চেণ্ট অফিসের

ক্লার্ক। দিশী অফিস কিন্তু নিয়ম-কানুন বড্ড কড়া। কর্ত্তারা বিলাত ফেরৎ এবং এ্যাটেনড্যান্স সম্বন্ধে বেজায় সজাগ। শিবদাসের বয়েস হয়েছে। রোজ কাঁটা মিলিয়ে দশটার সময় হাজিরে দেওয়া তার আর হয়ে ওঠে না। এই নিয়ে বড়বাবুর হুম্‌কী তাকে কম পোয়াতে হয় না!

উমার কিন্তু এটা মোটেই সহ্য হয় না। সে বলে, এগুলো বাড়াবাড়ি। গোটাকয় ট্যুইশানি সেরে বুড়ো বাপের অফিসের ভাত রেঁধে দিতে যদি সামান্য সময়ের উনিশ-বিশ হয়েই থাকে, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবার মতো কিছু থাকতেই পারে না।

কিন্তু মহাভারত একদিন অশুদ্ধই হোল···

*

ওদের সামনের বাড়ীর খালি ফ্ল্যাটে এই কিছুদিন হোল একজন নতুন ভাড়াটে এসেছে। স্বামী-স্ত্রী নিয়ে ক্ষুদ্র সংসার। মান-অভিমানের প্রথম পর্ব্বের সবে মহলা চল্‌ছে। করুণা উমার প্রায় সমবয়সী তা'ছাড়া হিমাদ্রী যেন মূর্ত্তিমান কন্দর্প। অল্প সময়ের মধ্যে এ দুবাড়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠাটা খুব বিচিত্র নয়। কিন্তু একটা খট্‌কা উমার চিরদিন লেগে থাকবে। হিমাদ্রী কি সত্যই করুণাকে ভালোবাসতে পারে?

সত্যি সত্যিই শিবদাসের সেদিন বড্ড 'ল্যেট' হয়ে গেল। আধিক অনটন ঘোচানো ও উমাকে পাত্রস্থ কোরে তাকে

সুখী করার যুগপৎ ইচ্ছেটা শিবদাসের জীর্ণ শরীরের ওপর রেখাপাত করল। অফিসে ঢুকতে যাবে এমন সময় চারিদিক কেমন শূন্যবোধ হোল। নিরঞ্জন ঐ পথ দিয়েই যাচ্ছিল। সে কোনমতে টাল সামলে নিলে।

*

দিন যায়···চিকিৎসাদিতে উমার অর্থ-কৃচ্ছ্রতা তার সীমা ছাড়াতে থাকে। অফিস কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এখন সরাসরি আবেদন করা ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই। এবং ব্যাপারটা আঁচও করেছিল ঠিক নিরঞ্জন। সে একদিন উমাকে নিয়ে চৌধুরী জুনিয়র ওরফে ছোট সাহেবের কাছে হাজির হোল।

*

প্রাণবন্ধু হাজরা কিন্তু ছোট সাহেবের এ অকারণ বদান্যতার ওপর খুসী নয়। বয়সে বড় হলেও ছোট সাহেবকে সে ভয় করত যমের চেয়ে বেশী। উমা আর বিমল চৌধুরীর এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে তার মোসাহেবী ব্যবসাটা প্রায় ফেল হতে চলল···

*

তবু শিবদাসকে বাঁচানো গেল না। নিঃস্ব কেরাণীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহ একদিন উমার সমস্ত প্রার্থনার বাঁধ ভেঙ্গে চলে গেল। ছোট সাহেব—নিরঞ্জন—প্রাণবন্ধু ও হিমাদ্রী চক্রের কেন্দ্রবিন্দু উমা তখন একটা মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছে···

তার ক্লিষ্ট, ক্লান্ত পদক্ষেপ অশ্রুর আবর্ত্তেই সমাধি লাভ করল কিনা এর সদুত্তর আশাকরি আপনারা ছবির মারফৎ আরো ভাল করে পাবেন!

গান

(১)

তুমি যে দিয়েছ ব্যথা
তুলনা তাহার নাই, নাই গো।
বেদনার কাঁটা যতো
ফুল হয়ে ফোটে তাই।
কাঁদাতে রহিলে দূরে
পেয়েছি তো হিয়া জুড়ে,
নীড়খানি দিলে ভাঙ্গি
তাইতো আকাশ পাই।
নিভালে বাতিটি যদি
শিখা তার জ্বালব না
আঁধারে আঁকিয়া চলি
আঁখি জলে আলপনা।
ক্ষতি নাই নিলে বীণা
হিয়া নহে গতিহীনা
গহন সুরের পূজা
গোপন রাখিতে চাই।

—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য

(২)

নীল আকাশের পূর্ণিমা চাঁদ আমি
তুমি সন্ধ্যার শতদল।
মিলনের আশে যবে আসি গো
দেখি তব আঁখি ছলছল।
অরুণ আলোর সাথে মিতালী
আছে তো
চিরদিন জানি গো।
তবু কেন চাহি আমি জানিনা
শুনিবারে তব প্রেম বাণী গো
নিশি ভোরে চলে যাবে লয়ে শুধু আশা
দেবে নাকি মোরে হায় কিছু
ভালবাসা।
কুমুদিনী গো সারা নিশি রহিলে আঁখি
মুদি গো।
আলোর পরশ পেয়ে শুধুই দেখিবে
চেয়ে
বেদনা, শুধু বেদনা,—
বেদনা বিরহে আমি চাহিয়া সারাটি
যামী
রেখে গেছি শুধু আঁখিজল।
তুমি সন্ধ্যার শতদল।

—চারু মুখোপাধ্যায়

ফিল্ম আর্ট প্রডিউসার্সের
আগামী চিত্র নিবেদন

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী

কাহিনী: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠাংশে: ছবি বিশ্বাস

সাম্রাজ্যহীন সম্রাট ও লোভ—লোলুপ
বণিকের সংঘাতের বহ্নি—গর্ভ কাহিনী

পরিচালনা: খগেন রায়—

* * * *

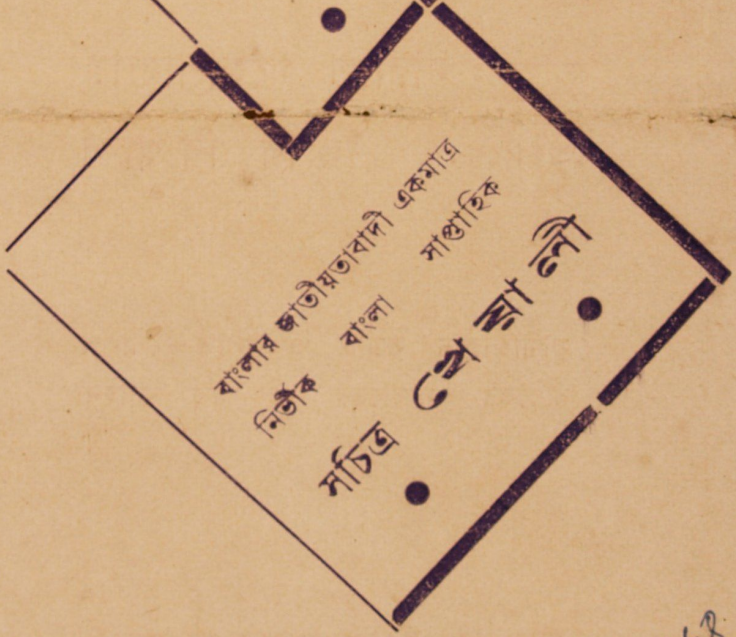

1948

৭নং বসন্ত বোস রোড, কলিকাতা, ফিল্ম আর্ট প্রডিউসার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে অমল সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং প্রকাশিত। সিটি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

মূল্য—দু' আনা